গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও ওপ্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য পরিকল্পনা-২ শাখা।
fisheriesplanning-2@mofl.gov.bd

বিষয়: মৎস্য উপ-খাতের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ওপর গত ২২/১০/২০১৮ খ্রি: অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত মৎস্য উপ-খাতের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সেপ্টেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা গত ২২/১০/২০১৮ খ্রি মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ, এম.পি. উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে সন্নিবেশ করা হলো।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতেই সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব মহোদয় ইলিশ মাছ রক্ষা অভিযান আন্তরিকতার সাথে পরিচালনার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানান।তিনি উন্নয়ন মেলা জাকজম্ককপূর্ণ ও ভাল হয়েছে উল্লেখ করে বলেন যে, উন্নয়ন মেলার মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড ও নীতি নির্দেশনা সাধারণ জনগনের সাথে দেখানো সম্ভব হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনি মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা/কমর্চারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। একই সাথে তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নেও প্রকল্প পরিচালকগণকে আন্তরিক হতে অনুরোধ জানান। অতঃপর যুগ্মপ্রধান-কে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করার জন্য আহবান করেন। যুগ্মপ্রধান বলেন যে, ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের এডিপি-তে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ৪০টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৮১৭১৪.৬৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ৬০৬২৪.৬৫ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ২১০৯০.০০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ রয়েছে। তন্মধ্যে সেপ্টেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৬৭০৮.০৫ লক্ষ (জিওবি ৪৫৭৮.২১ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ২১২৯.৮৪ লক্ষ) টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৮.২১%। বিগত অর্থ বছরে একই সময় পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ছিল ১০৫৫১.০৬ লক্ষ (জিওবি ৮২১৮.০৩ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ২৩৩৩.০৩ লক্ষ) টাকা, যা মোট বরাদ্দের ১০.৭৯%।২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের জাতীয় গড় অগ্রগতি ৮.২৫%।

০৩। এডিপি-তে মৎস্য উপ-খাতের ২০টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ রয়েছে ৪৪০৭২.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩৪১৮৬.০০লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৯৮৮৬.০০ লক্ষ টাকা)। সেপ্টেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে মাত্র ৩১৮১.৩৬ লক্ষ (জিওবি ২৬৯৭.৬৭ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৮৩.৬৯ লক্ষ) টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৭.২২%। গত অর্থ-বছরের একই সময়ে এ উপ-খাতে ব্যয় হয়েছিল ৪৩৫৮.৪১ লক্ষ টাকা (৮.৯৯%)।মুলত বিএফডিসি'র প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি মাত্র ২.৮৪% হওয়ায় সেপ্টেম্বর/১৮ পর্যন্ত মৎস্য উপখাতের সার্বিক অগ্রগতি কম হয়েছে। সভাপতি এতে অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে সকল সংস্থা প্রধান ও প্রকল্প পরিচালকগণকে আরও উদ্যোগী হতে নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৪। বিগত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা এবং প্রকল্পওয়ারী অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। প্রকল্পওয়ারী আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়ন কাল	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন দায়িত্ব
৪.১	বিএফডিসিঃ দেশের ৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থানে আনুষাঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১২ - ৩০/০৬/২০১৯)	আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চলতি অর্থ-বছরের এডিপি-তে ২২৯৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ অবমুক্ত ও ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের আওতায় অর্থ ব্যয় না হলেও প্রায় ৩০% ভৌত অগ্রগতি হয়েছে। এ পর্যায়ে যুগ্মপ্রধান বলেন যে, ভৌত অগ্রগতি হয়ে থাকলে বিল প্রদান কেন হয়নি জানতে চাইলে। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। বেতন-ভাতা খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না থাকায় আন্তঃঅংগ সমন্বয় করা প্রয়োজন। আন্তঃঅংগ সমন্বয়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আন্তঃঅংগ সমন্বয়ের পর অর্থ অবমুক্ত হলেই ব্যয় করা সম্ভব হবে। মন্ত্রণালয়ের উপপ্রধান বলেন যে, ডিসেম্বর/১৭-তে প্রকল্পের সকল কাজের দরপত্র আহবান ও প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি অনুমোদনের পর সে আলোকে	(ক) প্রকল্পের অগ্রগতি তরান্বিতকরণের জন্য চেয়ারম্যান, বিএফডিসি প্রতিমাসে তাঁর সংস্থার সকল প্রকল্পের অগ্রগতি ও পর্যালোচনা সভা করে কার্যবিবরণী এবং প্রতি ৩ মাস পরপর প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা করতে হবে। (খ) প্রকল্পটির আন্তঃঅংগ সমন্বয় প্রস্তাবটি	চেয়ারম্যান, বিএফডিসি/ প্রকল্প পরিচালক পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়ন কাল	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন দায়িত্ব
		আন্তঃঅংগ সমন্বয়ের প্রস্তাব প্রেরণের নিমিত্ত গৃহিত দীর্ঘ ১০ মাস পর ২১/১০/২০১৮ তারিখ আন্তঃঅংগ সমন্বয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ফলে প্রকল্পটির বাস্তবায়নে অগ্রগতি নেই। প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা থাকলে মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ গ্রহণ করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। সভায় প্রকল্পের পিআইসি সভা না করায়ও প্রকল্প বাস্তবায়নের সমস্যা চিহ্নিত হচ্ছে না। ফলে প্রকল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সংস্থা প্রধানকে প্রতি মাসে প্রকল্পের অগ্রগতি এবং প্রতি ৩ মাস পর পর পিআইসি সভা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া সভায় আন্তঃ অংগ সমন্বয়ের প্রস্তাবটিও প্রক্রিয়াকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে।	
৪.২	হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন (০১/০৪/২০১৪-৩১/০৩/২০১৯)	আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চলতি অর্থ-বছরের এডিপি-তে ৪২০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ৭৬১.৫৫ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়েছে, তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১৮৪.৬৬ লক্ষ টাকা (৪.৪০%)। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের ৩টি এলাকার সকল জমি অধিগ্রহণ সমাপ্ত হলেও ভৈরবে স্থানীয় সমস্যার জন্য জমি বুঝে পেতে সমস্যা হচ্ছে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে জমি বুঝে নেয়ার লক্ষ্যে উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের সহায়তা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের সহায়তা নিয়ে ভৈরবে জমি বুঝে নিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএফডিসি/ প্রকল্প পরিচালক
৪.৩	<u>বিএফআরআইঃ</u> সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই/২০১৭-জুন/২০২১)	আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চলতি অর্থ-বছরের এডিপি-তে ১৭৮২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ৩৬৭.৫০ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৬৮.০০ লক্ষ টাকা (৩.৮২%)। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, এ অর্থ-বছরে মোট ৫টি টেন্ডার করা হবে, তন্মধ্যে ৪টি ই-জিপিতে আহবান করা হয়েছে ১টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিএফআরআই-এর মহাপরিচালক বলেন যে, নির্মাণ কার্যক্রমগুলো পিডব্লিউডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে বিধায় প্রতি মাসের এডিপি পর্যালোচনা সভায় পিডব্লিউডি-এর প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। এছাড়া তিনি এ প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। তথাপিও অন্য প্রকল্পে কিছু অর্থ সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও ,উল্লেখ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে পরবর্তী এডিপি পর্যালোচনা সভাগুলোতে পিডব্লিউডি এর প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানোর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয় এবং এডিপি'র বরাদ্দ সম্পূর্ণ ব্যয়ের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রয়োজনে বিএফআরআই-এর অন্য প্রকল্পে উপযোজনের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়।	(ক) পিডব্লিউডি এর প্রতিনিধিকে পরবর্তী এডিপি পর্যালোচনা সভাগুলোতে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। (খ) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের এডিপি-তে বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পূর্ণ ব্যয়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনে বিএফআরআই-এর অন্য প্রকল্পে উপযোজনের প্রস্তাব করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই /প্রকল্প পরিচালক মহাপরিচালক, বিএফআরআই /প্রকল্প পরিচালক
৪.৪	<u>মৎস্য অধিদপ্তরঃ</u> জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি (০১/১০/২০১৫-৩০/০৬/২০১৯)	আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চলতি অর্থ-বছরের এডিপি-তে ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১১০.০৬ লক্ষ টাকা (১%)। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী খনন স্কীমগুলো বাছাই করা হচ্ছে, নভেম্বর মাস থেকে খনন কার্যক্রম শুরু করা হবে। যুগ্মপ্রধান বলেন যে, গ্যানট চার্টে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সেপ্টেম্বর মাসে দেখানো হয়েছে, যা এখন থেকেই শুরু করার পরিকল্পনা করা যেতে পারে। এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন যে, সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণ	(ক) প্রকল্পের খনন কাজ নভেম্বর/২০১৮ মাসে শুরু করতে হবে; (খ) জলাশয় খননের পরপরই প্রশিক্ষণ	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ প্রকল্প পরিচালক। মহাপরিচালক, মৎস্য

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়ন কাল	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন দায়িত্ব
		খনন পরবর্তী কাজের সাথে সম্পর্কিত বিধায় প্রশিক্ষণ খননের পর পরই শুরু করা দরকার। বিস্তারিত আলোচনা শেষে প্রকল্পের খনন কাজ নভেম্বর/২০১৯ মাসের মধ্যে শুরু করার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয় এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জলাশয় খননের পরপরই আয়োজন করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়।	কার্যক্রমের আয়োজন করতে হবে।	অধিদপ্তর/ প্রকল্প পরিচালক।
৪.৫	রংপুর বিভাগে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৫-ডিসেম্বর/২০১৯)	আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চলতি অর্থ-বছরের এডিপি-তে ২৬৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পটির ১ম সংশোধন সম্প্রতি অনুমোদিত হয়েছে। ফলে প্রকল্পে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এডিপি-তে আরও প্রায় ২২০০.০০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন হবে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণসহ ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরের এডিপি-তে অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সভায় নির্দেশনা দেওয়া হয়।	(ক) প্রকল্পের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে; (খ) প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ প্রকল্প পরিচালক মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ প্রকল্প পরিচালক।
৪.৬	বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (১/৭/২০০৭-৩০/৬/২০১৯)	আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চলতি অর্থ-বছরের এডিপি-তে ২৬৭৫.০০ লক্ষ (জিওবি ২৬৫৫.০০ প্রকল্প সাহায্য ২০.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সেপ্টেম্বর,২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৫.৪৬ লক্ষ টাকা (১.৭০%)। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, আগামী ৫/১০/২০১৮ খ্রি. থেকে এ অর্থ বছরের ক্রুজ পরিচালনা করা হবে। গত সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ক্রুজ পরিচালনার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন অক্টোবর মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। তবে ল্যান্ড বেজড সার্ভে কার্যক্রমের জন্য ডিসেম্বর/১৮ পর্যন্ত সময় প্রয়োজন। সভায় সচিব মহোদয় VTMS এর জন্য বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এর ব্যবহার করা যায় কি-না তা স্যাটেলাইট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয় এবং VTMS এর বর্তমান অবস্থা বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা দেওয়া হয়। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় ক্রুজ পরিচালনার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন অক্টোবর/১৮ মাসের মধ্যে এবং ল্যান্ড বেজড সার্ভে প্রতিবেদন ডিসেম্বর/১৮ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) VTMS পরিচালনার জন্য বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ব্যবহার করা যায় কি-না তা স্যাটেলাইট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। (খ) VTMS এর বর্তমান অবস্থা বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন আগামী ২০/১১/২০১৮ খ্রি. এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (গ) প্রকল্পের আওতায় ক্রুজ পরিচালনার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন অক্টোবর/১৮ মাসের মধ্যে এবং ল্যান্ড বেজড সার্ভে প্রতিবেদন ডিসেম্বর/১৮ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ প্রকল্প পরিচালক। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ প্রকল্প পরিচালক মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ প্রকল্প পরিচালক
৪.৭	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২য় পর্যায়) (০১/০৩/২০১৫-৩০/০৬/২০২০)	আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চলতি অর্থ-বছরের এডিপি-তে ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১০৪৩.৩৫ লক্ষ টাকা (২১%)। উপপ্রকল্প পরিচালক বলেন যে, চলতি বছরের বরাদ্দের আলোকে প্রস্তুতকৃত গ্যানট চার্ট অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তবে গ্যানট চার্টটি কিছুটা সংশোধন করার প্রয়োজন হবে। সচিব মহোদয় প্রকল্পের	(ক) প্রকল্পের আওতায় কর্মকর্তাদেরকে Procurment বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ প্রকল্প পরিচালক

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়ন কাল	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন দায়িত্ব
		আওতায় কর্মকর্তাদেরকে Procurment বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ প্রশিক্ষণ মডিউলগুলো সময়াপোযোগী করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	(খ) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ মডিউলগুলো সময়াপোযোগী করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ প্রকল্প পরিচালক
৪.৮	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি ২য় পর্যায় (এনএটিপি-২) (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ) (০১/০১/২০১৫-০১/০৯/২০২১)	আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চলতি অর্থ-বছরের এডিপি-তে ৮০৫৬.০০ লক্ষ (জিওবি ৯২০.০০ লক্ষ এবং আরপিএ ৭১৩৬.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২০০.০৮ লক্ষ টাকা (২.৪%)। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ৪টি প্যাকেজের ক্রয় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে, যা দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে। সচিব মহোদয় প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে ইতোমধ্যে অনত্র বদলী করা হয়েছে উল্লেখ করে দ্রুত উপযুক্ত নতুন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) প্রকল্পের পরিচালক নিয়োগের লক্ষ্যে উপযুক্ত ৩ জন কর্মকর্তার প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৪.১৩	<u>বিবিধ-১</u> খনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন	যুগ্মপ্রধান বলেন যে, এ মন্ত্রণালয়ে ৫টি প্রকল্পের আওতায় খনন কার্যক্রম রয়েছে। বিগত অর্থ বছরে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্কীম চিহ্নিতকরণ সমস্যাঃ ও পানি সেচের সংস্থান না থাকার জন্য মন্ত্রণালয়ের এডিপি'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম ছিলো। খনন কার্যক্রমগুলো পানি শুকানোর সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় গত অর্থ-বছরে ডিপিপি সংশোধনের সময় পানি সেচের জন্য নতুন কোড অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সভায় চলতি অর্থ বছরে সকল খনন কার্যক্রম নভেম্বর মাসে শুরু করে এপ্রিল, ২০১৯ মাসের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	সকল প্রকল্পের খনন কার্যক্রম নভেম্বর, ২০১৮-তে শুরু করে এপ্রিল, ২০১৯-এর মধ্যে সমাপ্ত করার ওপর মৎস্য অধিদপ্তর যথাযথ মনিটরিং করবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ বিভাগীয় মৎস্য কর্মকর্তা, এবং প্রকল্প পরিচালকগণ
	<u>বিবিধ-২</u> চিংড়ি চাষ জোন চিহ্নিতকরণ	সভাপতি বলেন যে, দেশে চিংড়ি চাষ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, এমনকি চিংড়ি চাষ বিষয়ে প্রয়োজনীয় গবেষণাও করা হচ্ছে না। এ প্রেক্ষিতে বিগত সভায় চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে দেশে Shrimp Cultivation Area Zoning করার সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মৎস্য অধিদপ্তর জানায় যে, এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি আগামী ২ মাসের মধ্যে অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করবে। এ প্রেক্ষিতে যুগ্মপ্রধান বলেন যে, এটি একটি বিশেষায়িত কাজ, এটি যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য ফার্ম নিয়োগ করা প্রয়োজন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভাপতি বলেন যে, প্রতিবেদন নির্দিষ্ট সুপারিশ সম্বলিত ও Scientific হতে হবে। তবে প্রয়োজনে সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে উল্লেখ করেন।	Shrimp Cultivation Area Zoning-এর প্রতিবেদন নির্দিষ্ট সুপারিশ সম্বলিত ও বিজ্ঞান সম্মত (Scientific) হতে হবে। প্রয়োজনে এ বিষয়ে সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএফআরআই
	<u>বিবিধ-৩</u> প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুযোগসমূহের গুনগত মান বিষয়ে প্রতিবেদন	মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সারাদেশে সকল হ্যাচারির ব্যবহার উপযোগিতা বিষয়ে এবং বিগত ৫ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে নির্মিত/সৃষ্ট স্থাপনা/সেবা এবং জলাশয়সমূহের বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বিগত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন যে, সারা দেশে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় ১৪০টি খামার/ হ্যাচারি/ নার্সারি রয়েছে। এগুলোকে সংস্কার করে আরও বেশী ব্যবহার উপযোগী	(ক) সারাদেশে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল হ্যাচারির সংস্কার ও ব্যবহার উপযোগিতা বিষয়ে সার্ভে প্রতিবেদন আগামী নভেম্বর/২০১৮ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়ন কাল	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন দায়িত্ব
		করা, পোনা উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সার্ভে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও বিগত ৫ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত/সৃষ্ট স্থাপনা/সেবা এবং জলাশয়সমূহের বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য পৃথক দু'টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন দু'টি যথাক্রমে আগামী নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা যাবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে প্রতিবেদন দু'টি নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে মন্ত্রণালয়ে দাখিলের জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। তবে যথাযথ ও কার্যকর প্রতিবেদন প্রণয়নের স্বার্থে প্রয়োজনে সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	(খ) বিগত ৫ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে নির্মিত/সৃষ্ট স্থাপনা/সেবা এবং জলাশয়সমূহের বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী ডিসেম্বর/২০১৮ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (গ)যথাযথ ও কার্যকর প্রতিবেদনের সুবিধার্থে প্রয়োজনে সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
	<u>বিবিধ-৪</u> সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর সংক্রান্ত	সভায় বলা হয় যে, বিএফডিসি'র একটি সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর এখনও পাওয়া যায়নি। এছাড়া অন্য ৪টি প্রকল্পের পিসিআর-এর মধ্যে দু'টি আইএমইডি-তে প্রেরণ করা হয়েছে এবং অন্য দু'টি প্রক্রিয়াধীন। সচিব মহোদয় ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সমাপ্ত প্রকল্পেসমূহের পিসিআর দ্রুত আইএমইডি-তে পেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	জুন/২০১৮-তে সমাপ্ত প্রকল্পগুলোর পিসিআর দ্রুত আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএফডিসি/ প্রকল্প পরিচালক/ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং
	<u>বিবিধ-৫</u> আউট সোর্সিং জনবলের বেতন ভাতা	সভায় বলা হয় যে, আউট সোর্সিং এ নিয়োজিত জনবল যথাসময়ে বেতন ভাতা পায় না। ফলে প্রকল্পের কাজে বিঘ্ন ঘটে। এ প্রেক্ষিতে বলা হয় যে, আউট সোর্সিং জনবলের বেতন-ভাতা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রদানের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট জনবলের ব্যাংক হিসাবে সরাসরি প্রেরণ এবং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে কেবল তার সার্ভিস চার্জ অংশই প্রদান করা যেতে পারে। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে আউট সোর্সিং জনবলের বেতনের অংশ প্রতি মাসে' সংশ্লিষ্ট জনবলের ব্যাংক হিসেবে সরাসরি প্রদান এবং ঠিকাদারকে কেবলমাত্র সার্ভিস চার্জ প্রদান করার নিমিত্ত ঠিকাদারের সাথে প্রয়োজনে চুক্তি সংশোধনের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।	(ক) প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত সকল আউট সোর্সিং জনবলের বেতন-ভাতা প্রতি মাসে সংশ্লিষ্ট জনবলের ব্যাংক হিসেবে সরাসরি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। (খ) আউট সোর্সিং জনবলের সার্ভিস চার্জ বাবদ প্রদেয় অর্থ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনে চুক্তি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সকল সংস্থা প্রধান ও সকল প্রকল্প পরিচালক সকল সংস্থা প্রধান ও সকল প্রকল্প পরিচালক
	<u>বিবিধ-৬</u> <u>সচিব ও মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা</u>	উন্নয়ন মেলায় অংশ গ্রহণের জন্য মাননীয় মন্ত্রী সকল কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি জাতীয় নির্বাচন আসন্ন উল্লেখ করে নির্বাচনকালীন সময়েও প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং মান বৃদ্ধিকল্পে নিম্নলিখিত কতিপয় নির্দেশনা প্রদান করেনঃ • সংস্থা প্রধানগণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম তদারকি	মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনাগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	সকল সংস্থা প্রধান/ প্রকল্প পরিচালক

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়ন কাল	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন দায়িত্ব
		করবেন এবং প্রকল্প পরিচালকগণকে জবাবদিহির আওতায় আনতে ব্যবস্থা নিবেন। • নতুন প্রকল্পের প্রস্তাব প্রণয়নের সময় প্রকল্পের কার্যক্রমের কলেবর বিবেচনায় প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকির জন্য মনিটরিং ও ইভালুয়েশন কর্মকর্তার সংস্থান রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে ক্রয় কর্মকর্তারও সংস্থান রাখা যেতে পারে। • সকল খনন স্কীমের Pre-work ও Post work যথাযথভাবে তৈরী ও সংরক্ষণ করতে হবে। • সকল খনন স্কীমের খনন পূর্ব ও খনন পরবর্তী ছবি প্রকল্প দপ্তরে সংরক্ষণ করতে হবে। • একান্ত অপরিহার্য ও বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং সংশোধন করা হবে না • মৎস্য অধিদপ্তর-এর হ্যাচারি/স্থাপনাগুলো উপজেলা অনুযায়ী তালিকা করে উপযোগিতা বা শতভাগ ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সম্পদ যেন অব্যাহৃত না থাকে সে লক্ষ্যে প্রয়োজনে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রকল্পের কার্যক্রমে সচেতনতা ও গতিশীলতা আনয়নে Procurment বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।		

০৮। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সামনে এ মন্ত্রণালয়ের দিনগুলোতে উন্নয়নের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে এ আশা বাদ ব্যক্ত করে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(নারায়ন চন্দ্র চন্দ, এম.পি.)
মন্ত্রী